## নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

# সুজানগর আগর-আতর ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মত বিনিময় সভার প্রতিবেদন

২৬ আগষ্ট ২০১৩, রোজ সোমবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সুজানগর ইউনিয়ন পরিষদ সভা কক্ষ, আজিমগঞ্জ, সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

**আয়োজনেঃ এসএমই ফাউন্ডেশন**

সহযোগিতায়ঃ বড়লেখা উপজেলা আগর - আতর ব্যবসায়ী বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ

# নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

## সুজানগর আগর-আতর ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মত বিনিময় সভার প্রতিবেদন

**এসএমই ফাউন্ডেশন**

**রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা - ১২১৫, বাংলাদেশ**

## সূচী পত্রঃ

অধ্যায়ঃ পৃষ্ঠা নাম্বার


**১. সারাংশ** ঃ

ক. ভূমিকা ........................................ ৪

খ. লক্ষ্য ........................................ ৫

গ. কর্ম পদ্ধতি ........................................ ৬

ঘ. উক্ত ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন ........................................ ৭

ঙ. যোগাযোগ তথ্যাদি ........................................ ৭

চ. ব্যবহৃত নথিপত্র ........................................ ৭

**২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি** ঃ

ক. ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকা ........................................ ৮

খ. পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতা ........................................ ৮

গ. ব্যবহৃত কাচাঁমাল ........................................ ৮

ঘ. বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ........................................ ৯

ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি ........................................ ৯

চ. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ........................................ ১০

**৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি** ঃ

ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ........................................ ১২

খ. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ........................................ ১২

গ. রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদি ........................................ ১২

ঘ. ভবিষৎ সম্ভাবনা ........................................ ১৩

**৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী** ঃ **১৪**

**৫. সুপারিশমালা** ঃ **১৫**

**৬. উপসংহার** ঃ **১৬**

# অধ্যায় - ১. সারাংশ

## ভূমিকাঃ

প্রায় ৪ শত বছরের প্রাচীন সুজানগর আগর-আতর ক্লাষ্টার অদ্যবধি সমাদরে বিলিয়ে যাচ্ছে তার উৎপাদিত আগর ও আতরের সুবাশ। আরব বণিক থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ী সবাই ছুটে এসেছে এর সুগ্রাণে। বাংলাদেশ হতে সুদুর মধ্যপ্রাচ্য সবখানেই এখানকার আতরের মান ও গুনের কদর রয়েছে। কারণ আগর কাঠ ও তেল বিশ্বব্যাপি দুলর্ভ এবং অতি উচ্চ মূল্যের একটি পণ্য। যার চাহিদার তুলনায় যোগান অত্যন্ত স্বল্প পরিমানে হওয়ায় এর বাজার মূল্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুণাই, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান এই ব্যবসার অন্যতম অংশীদার। আগর আতরের প্রধান বাজার দুবাই, সৌদীআরব, কাতার, কুয়েত সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছাড়াও চীন এবং জাপান অন্যতম।

বাংলাদেশের আগর-আতর ক্লাষ্টার হচ্ছে ১০০ ভাগ রপ্তানীমূখী একটি ক্লাষ্টার যার মধ্যে কোন উচ্ছিষ্ট তৈরী হয় না। আতরের প্রতিটি ফুটা যেমন অত্যন্ত মূল্যবান তেমনিই আগরের প্রতিটি কনা ও রপ্তানী হয় সমাদরে। যুগ যুগ দরে এই পেশা সুজানগরের মানুষের কর্মসংস্থান করে যাচ্ছে, এনে দিচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা সহ আর্থিক স্বাচ্ছন্দতা কিন্তু গত ৪০০ বছরেও আগর-আতর পায়নি শিল্পের মর্যাদা। যা এই পেশার সাথে জরিত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ মহলকেও ব্যথিত করে। কেউ কেউ আবার সাইটিস এর দোহাই দিয়ে এই শিল্পের উন্নয়নে জটিলতা তৈরী করছে। কিন্তু বাংলাদেশের আগর আতর শিল্পে সাইটিস এর বিধান কতটা কার্যকরি বা ১০০ বছরের পূরানো কোন আগর গাছ বাংলাদেশে আদৌ আছে কীনা? এই প্রসঙ্গে মাথা গামাচ্ছেন না কেহই। সরকার সরে জমিনে তদন্ত করে যদি ঘোষণা করে যে, বাংলাদেশে ১০০ বছরের প্রাচীণ কোন আগর গাছ নেই এবং এই শিল্পে ব্যবহৃত সকল আগর গাছ সামাজিক বনায়নের আওতায় আগর উদ্যোক্তা কর্তৃক রূপিত ও পরিপালিত তাহলে সাইটিস সমস্যার অনেকটাই সহজে সমাধান যোগ্য।

সরকারের সামান্যতম স্বীকৃতি এই শিল্পকে এনে দিতে পারে বৈপ্লবীক পরিবর্তন। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে পৃথিবীর বিখ্যাত আতর শিল্পের কারখানা। যার রপ্তানী সম্ভাবনা আকাশচুম্বি, দুবাই, সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রপাচ্যের রাজ দরবার মোহিত করলেও সুজানগরের আতররের সুগ্রান আমাদের কর্তাব্যক্তিগণের নাকে এখনো লাগে নাই।

এই আগরই হতে পারে বাংলাদেশের পরবর্তী গামেন্টস শিল্প, শুধু তাই নয় আগর শিল্প যেহেতু ১০০% দেশীয় কাচাঁমাল ও প্রযুক্তি নির্ভর তাই এই শিল্পে মূল্য সংযোজনের হার অন্যান্য যেকোন শিল্পের চাইতে অনেক বেশী। শতভাগ দেশীয় মূল্য সংযোজন কারী এই শিল্পকে এগিয়ে নিতে এখনই সরকারী সহায়তা ও গণসচেতনতা তৈরী করা এখন সময়ের দাবী।

**লক্ষ্যঃ**

পর্যায়ক্রমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চিহ্নিত সকল এসএমই ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে " নিড্স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট "-শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় গত অর্থবছরে দুইটি পাইলট সহ মোট পাঁচটি ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হয়েছিল। বর্তমান (২০১৩-১৪) অর্থবছরে গত বছরের দুইটি সহ মোট দশটি ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হবে।

এরই ধারাবহিকতায় বিগত ২৬ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে আজিমগঞ্জ, সুজানগর আগর-আতর ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এবং ২৭ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে ১০ জন উদ্যোক্তার বিশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নের অন্তরায় সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন / সরকার / উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান সমূহ কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে সেগুলো নির্ধারণ করা।

**কর্ম পদ্ধতিঃ**

সাড়া দিনব্যাপি একটি উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নের অন্তরায় গুলো চিহ্নিত করণ এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা পরিচালনা করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে আলোচনা সঞ্চালনা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নমালাটি বিতরণ করে উদ্যোক্তাগণের দ্বারা পূরণ করানো হয়েছে। এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মৌখিক এবং প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম দিন আলোচনা পরবর্তী সময়ে প্রায় ১০-১২টি কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শণ করা হয়। পরিদর্শনের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় যে, বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয়াবলীর সাথে বাস্তবের কতটুকু সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

এছাড়াও প্রত্যেক উদ্যোক্তা যেন নির্ভয়ে / অসংকুচে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলেধরতে পারেন তাই পরের দিন ১০ জন উদ্যোক্তাকে এককী একটি রুমে ডেকে তাদের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত একান্ত সাক্ষাৎকারে উদ্যোক্তাগণের দাহ্যিক আচরণ ও ব্যাক্তিত্বের উপর করা নজরদারীর করে বুঝতে চেষ্টা

করা হয়েছে তারা সত্য উপস্থাপন করছেন কী না। একই ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোক্তাগণের প্রদত্ত তথ্য উপাত্তের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ হয়েছে এই একান্ত সাক্ষাৎকারগুলোর ফলাফল থেকে।

**সুজানগর আগর-আতর ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন?**

প্রায় ৪ শত বছর প্রাচীন সুজানগর আগর-আতর ক্লাষ্টার এখনো সুঘ্রাণ বিলিয়ে যাচ্ছে পুরো এলাকা ব্যাপি। বর্তমানে সুজানগর ও তার আশ পাশের প্রায় ২৫০ - ৩৫০ টি আগর-আতর উৎপাদন কারখানা রয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই শিল্পের কর্মী হিসেবে কাজ করছে। তবে এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত ক্লাষ্টার ম্যাপিং গবেষণায় এই সংখ্যা ১০০টি কারখানা বলে উল্লেখ রয়েছে। তারা শতভাগ দেশীয় কাচাঁমাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই শিল্পকে সচল রেখে চলেছেন। একটু সহায়তা পেলেই এই ক্লাষ্টার জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশী পরিমানে অবদান রাখতে পারবে। কারণ এটি বাংলাদেশের নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহার করে অতি উচ্চমূল্যের দুটি পণ্য উৎপাদন করে চলেছে। এছাড়াও বিশ্ববাজারে এই পণ্যগুলোর চাহিদা ক্রমবর্ধ্বমান এবং চাহিদার তুলনায় যোগান অত্যন্ত নগণ্য।

মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর এবং ব্রুনাই এই শিল্পের উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য ব্রুনাই সরকার মনে করছেন অচিরেই আগর - আতর সে দেশের জ্বালানী খাতের চেয়েও বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণে সক্ষম। মালয়শিয়া সরকার আগর - আতর খাতের উন্নয়নে একগুচ্ছ উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু করেছিল প্রায় এক দশক আগে, যার সুফল তারা এখন পেতে শুরু করেছে। অতএব; উপরোল্লেখিত দেশের বেষ্ট প্রাকটিস গুলো আমরা বাংলাদেশে র‍্যপ্লিকিট করতে পারলেও আমরা অনেক দুর এগিয়ে যেতে পারব।

**যোগাযোগ তথ্যাদিঃ**

রাজধানী ঢাকার সাথে মৌলভীবাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়ক ও রেল দুই পথেই ভাল। মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সুজানগর ও আশপাশের আরো কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে গড়ে উঠেছে এই আগর আতর ক্লাষ্টার।

**ব্যবহৃত নথিপত্রঃ**

উদ্যোক্তাগণের সাথে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় একটি প্রশ্নমালা (সংযুক্তি - ১) ব্যবহার করা হয়। সভায় উপস্থিতি তালিকা (সংযুক্তি - ২) এত্দ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

# অধ্যায় - ২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি

## ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকাঃ

আগর, আতর, আগর গুরা হচ্ছে এই ক্লাষ্টারের প্রধান পণ্য।

## পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতাঃ

সুজানগরে অত্যন্ত উন্নত মানের আগর ও আতর উৎপন্ন হয়ে থাকে যার চাহিদা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য থেকে দুর প্রাচ্যের দেশগুলোতে বিস্তৃত। এখানকার উৎপাদকগণই এই উপমহাদেশে আগর-আতর শিল্পের পূরোধা ব্যক্তিত্ব। তাদের উৎপাদন পদ্ধতিই অন্যরা অনুস্বরন করে থাকে। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পূর্ণ আগর-আতর ব্যবসা এই সুজানগরের লোকজনই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

তবে ভারত, কম্বোডিয়া ও মালয়শিয়া আজকাল কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে উন্নত পাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে অপচয় হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বাংলাদেশের কারখানা গুলোতেও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মাণ আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।

## ব্যবহৃত কাঁচামালঃ

আগর গাছ হচ্ছে এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। এছাড়াও উৎপাদন উপকরণ হিসেবে লোহার পেরাগ, কড়াই, দা, কুড়াল সহ দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে পাতন পদ্ধতি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্ম্মিত বয়লার গুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারত থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। তবে দেশীয় কারিগরি দক্ষতা দ্বারাও একই মাণের বয়লার উৎপাদন করা সম্ভব।

**বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ**

ক্লাষ্টারের প্রধান যন্ত্রপাতি গুলো হচ্ছে দা, কুড়াল, হাতুরী, করাত, বড় ডেগ, ঢাকনা, রির্জাভার, কন্ডেন্সার, কন্টিনার, বোতল, ফিল্টার পেপার, লেভেল ও শিশি ইত্যাদি।

**উৎপাদন পদ্ধতিঃ**

বর্তমানে এই ক্লাষ্টারে মূলত প্রাচীন পদ্ধতিতেই আতর উৎপাদন করা হয়ে থাকে। স্থানীয় লোকজনের দাবী এটিই এই কাজের সর্বোত্তম উপায় / পদ্ধতি, পার্শবর্তী ভারত একই পদ্ধতিতে আতর উৎপাদন করে থাকে।

এই পদ্ধতিতে একটি ৮-১০ বছর বয়সের আগর গাছে একটি নির্দিষ্ট দুরত্বে লোহার পেরাগ (আয়রনিং) মারা হয়। পেরাগ মারার পর ৪-৫ বছরের মাথায় গাছটি কেটে পেরাগের চারপার্শে গাছের আঠা জমা হয়ে মোম সাদৃশ বস্তুর আস্তরণ সৃষ্টি হয়, যা আলাদা করে উদ / উড হিসেবে কেজি দরে বিক্রি করা হয়।

গাছের অবশিষ্ট অংশ কুড়াল / দা দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা (টিপ্স) করা হয়। উক্ত চিপ্স পানি প্রয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ৩০-৪০ দিন ভিজিয়ে রাখা হয়। তার পর বয়লারের রির্জাভারে করে এটিকে

একাধারে ২০-২৫ দিন জাল (পানি সহ তাপ) দেয়া হয়। এর ফলে বাস্প আকারে আগর তেল (আতর) / আগর অয়েল একটি নির্দিষ্ট পাত্রে জমা হয়। ঐ পাত্রে আগর অয়েল জমা হওয়ার পরে তা সংগ্রহ ও বোতলজাত করে সংরক্ষণ করা হয়।

আতর সংগ্রহ করার পর চিপসগুলো রুদে শুকিয়ে বস্তা বন্দি করে কেজি বিদেশে রপ্তানী করা হয়। আগর গাছ কাটা - চিরার সময় সৃষ্ট দুলা / পাইডার / ডাষ্ট গুলোও বিদেশে রপ্তানী করা হয়। যা প্রকৃয়াজাত করে বিদেশীরা কসমেটিক / পারফিউম শিল্পে ব্যবহার করে থাকে।

**বাজারজাতকরণ পদ্ধতিঃ**

এখানকার উদ্যোক্তাগণ ব্যক্তি উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আতর ও আগর বিক্রি করে থাকে। যেহেতু পূর্বে এই পণ্যের কোন এইচএস কোড (হারমোনাইজ সিষ্টেম কোড) ছিল না তাই তারা দাপ্তরিকভাবে রপ্তানী করতে পারে নাই। ফলে লাগেজে করে অথবা কুরিয়ার সার্ভিস এর মাধ্যমে পণ্য ক্রেতার কাছে পৌছানো হত এবং একই পদ্ধতিতে টাকা গ্রহণ করতে হত। কিন্তু অতি সম্প্রতি রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরু (ইপিবি) -এর গৃহীত উদ্যোগের ফলে সরকার এই পণ্যের জন্য একটি এইচএস কোড নির্ধারণ করে দেয়। যার ফলে কিছু পরিমানে দাপ্তরিক রপ্তানী হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু দাপ্তরিক রপ্তানীর প্রদান সমস্যা হচ্ছে আমদানী কারক দেশ কর্তৃক উচ্চ হারে আমদানী শুল্ক কর্তণ।

যেহেতু স্বল্পন্নোত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দেশেই শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকে তাই আগর-আতর ও একই সুবিধা পাওয়ার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / সংস্থা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে আলোচনা করতে পারে। এতেকরে একদিকে যেমন বাংলাদেশ থেকে আগর-আতর রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে

অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি সহ, স্থানীয়ভাবে আরো অধিক পরিমানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র দুরিকরণের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

# অধ্যায় - ৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি

**প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক স্থানীয় আগর-আতর উদ্যোক্তাগণকে বৃক্ষ রুপন ও পরিচর্যার উপর কিছু প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও আগর / আতর প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর কেউ কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করেনি। তাই তারা বিদেশে কিভাবে আগর উৎপাদন করা হয় সে সম্পর্কে জ্ঞাত নয়।

একই সাথে বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমানে আতর অপচয় হয়, তাই অপচয় রুধে করণীয় বিষয়াবলীর উপর উন্নত প্রশিক্ষণের চাহিদা রয়েছে। এছাড়াও আইসিটি, ই-কমার্স, ই-মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ের প্রুশক্ষণের চাহিদা রয়েছে উক্ত ক্লাষ্টারে। যা তাদেরকে ক্রেতা সংগ্রহ ও ক্রেতার সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

**ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

উক্ত ক্লাষ্টারের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে নানা জটিলতার সম্মূখীন হচ্ছেন। যেহেতু আতর এখনো দাপ্তরিকভাবে শিল্প হিসেবে ঘোষিত হয় নাই কাই তারা শিল্প ঋণ পাচ্ছেন না । তবে এখানকার বিত্তবান উদ্যোক্তাগণ সি.সি ঋণের মাধ্যমে তাদের ব্যাংক ঋণের চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। তবে সি.সি ঋণের সুদের হার উচ্চ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই তারা ব্যাংক ঋণের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইসলামী ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, জনতা ও সোনলী সহ আরো কিছু সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক এই ক্লাষ্টারে ইতোমধ্যেই অর্থ্যায়ন করছে।

তাই এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোল সেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাষ্টারে অর্থ্যায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের ঋণের চাহিদা জন প্রতি ১০-১৫ লক্ষের মধ্যে। এছুড়াও সরকারী আগর বাগান যখন নিলাম করা হয় তখনকার জন্য এই ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণ বড় আকারের গ্রুপ ঋণের জন্যও এসএমই ফাউন্ডেশনের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন।

**রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণ দাবী করছেন যে তাদের এই শিল্প ১০০% রপ্তানীমূখী। কিন্তু যেহেতু তারা দাপ্তরিক পথে রপ্তানি করেন না, তাই এই সংক্রান্ত প্রমানাদি তাদের নেই। তবে তাদের পণ্যের দাম ও এর ব্যবহার

থেকে প্রমানিত যে আগর - আতর বাংলাদেশের জন্য একটি প্রিমিয়াম পণ্য হতে পারে। যাতে মূল্য সংযোজন শতভাগ এবং এটি হতে পারে বাংলাদেশের তরল সোনা।

তাই উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণ আগর - আতর শিল্পকে সরকারীভাবে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে ঘোষণা পূর্বক এখানকার উৎপাদিত পণ্য দাপ্তরিকভাবে রপ্তানী ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ ও ফাউন্ডেশনের পলিসি এ্যাডভোকেসী কার্যক্রমের আওতায় উদ্যোগ গ্রহন করার আবেদন করেন।

**ভবিষৎ সম্ভাবনাঃ**

সুজানগরের আগর-আতরের সুনাম এখন সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য জুরে। আরব রাজ পরিবার গুলোতে এই সকল পণ্যের সমাদর বহুল প্রমানিত। মূল্য সংযোজনের শতভাগ সম্ভাবনা থাকার কারণে এবং অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হওয়ায় এটি হতে পারে বাংলাদেশের একটি প্রিমিয়াম পণ্য।

বিশ্ব বাজারের সাপ্রতিক তথ্য উপাত্ত এই শিল্পের উজ্জল ভবিষৎ এর পক্ষে কারণ এর ব্যবহার পূর্ব এশিয়ার চীন ও জাপানে বাড়ছে আরব বিশ্বের চাইতে অধিক হারে। শুধুমাত্র চীন ও জাপান হতে পারে বাংলাদেশের আগর-আতরের ইউরোপ।

## অধ্যায় - ৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী

**উক্ত ক্লাষ্টারের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ**

১. এই খাতের শিল্প হিসেবে দাপ্তরিক ঘোষনা না থাকা / শিল্পের তালিকায় এই খাতের নাম না থাকা।

২. উৎপাদিত পণ্যের মাণ যাচাই করার জন্য টেষ্টিং যন্ত্রপাতির অভাব।

৩. স্বল্প সুদে ব্যাংক /শিল্প ঋণের অভাব।

৪. উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিক কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

৫. প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা।

৬. বাজারজাতকরণ সহায়তা না পাওয়া।

৭. আধুনিক ই-মার্কেটিং, ই-বিজনেস সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

৮. উৎপাদিত পণ্যের উপর আমদানিকারক দেশ সমূহের উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা।

৯. সরকারী বাগানে উৎপাদিত আগর গাছ বিক্রির সময় প্রকৃত উদ্যোক্তাগণের পরিবর্তে মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রাদান্য পাওয়া।

১০. বনবিভাগ কর্তৃক প্রণীত ''আগর গাছ বিক্রয় নীতিমালা - ২০১০" -এ কিছু উদ্যোক্তা বৈরী অনুচ্ছেদ অর্ন্তভূক্ত হওয়া।

১১. প্রযোজ্য নয় এমন ক্ষেত্রেও সাইটিস -এর কথা বলে পণ্য পরিবহনে হয়রানী করা।

## অধ্যায় - ৫. সুপারিশমালা

**সুজানগর আগর আতর ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-**

**ক. স্বল্প মেয়াদী (৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে)ঃ**

১. এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণকে স্বল্প সুদে ঋণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. এসএমই ফাউন্ডেশনের আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে বড়লেখা আগর-আতর বহুমূখী সমিতি -এর একটি ওয়েবসাইট তৈরী করে দেয়া যেতে পারে।

৩. আইসিটি, ই-কমার্স এবং ই-মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. দাপ্তরিক রপ্তানি পদ্ধতির উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৫. অপচয় হ্রাস করার জন্য উৎপাদন পদ্ধতির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

**খ. মধ্য মেয়াদী (১ বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে)ঃ**

৬. আগর-আতর কে দাপ্তরিকভাবে শিল্প হিসেবে ঘোষনা করার জন্য পলিসি এডভোকেসী করা।

৭. মালয়শিয়া, ব্রুনাই ও ভারত এই শিল্পে উন্নত। তাই উক্ত দেশ সমুহের কোন একটি পরিদর্শণ পূর্বক সুজানগরের আগর - আতর উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা।

৮. আতরের কাঁচামাল রপ্তানির সাথে সাথে দেশে বিশ্বমানের ব্রান্ডেড আতর শিল্প গড়ে তুলার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

৯. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে "সাইটিস" কতটা কর্যকরি এই বিষয়ে গবেষণা পূর্বক আগর -আতর গাছ পরিবহনে হয়রানী লাগব করার জন্য এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১০. হাইব্রিড পদ্ধতিতে দ্রুত বর্ধ্বমান আগর গাছের জান উদ্ভাবন করার জন্য পলিসি এ্যাডভোকেসী করা।

১১. সরকারীভাবে আগর-আগরের আমদানীকারক দেশগুলোর সাথে শুল্ক হ্রাস / স্বল্প শুল্কে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা করার জন্য পলিসি এ্যাডভোকেসী করা।

১২. উৎপাদিত আগর-আতরের মাণ যাচাই করার জন্য একটি টেষ্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

**গ. দীর্ঘ্য মেয়াদী (৩ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে) ঃ**

১৩. সুজানগর আগর - আতর ক্লাষ্টারকে সমন্বিত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে এটিকে ১০০% রপ্তানিমূখী একটি মডেল ক্লাষ্টার হিসেবে গড়ে তুলা যেতে পারে।

## অধ্যায় - ৬. উপসংহার

চারশত বছরের প্রাচীন সুজানগর আগর-আতর ক্লাষ্টারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হলে এটি বাংলাদেশের প্রথম কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ক্লাষ্টার হিসেবে ১০০% রপ্তানিমূখী একটি নতুন খাতের উন্নয়নে মডেল হতে পারে। যার ফলে পরবর্তীতে অন্যান্য এলাকায়ও একই ধরণের ক্লাষ্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থান করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়াও আগর-আতর শিল্পের কোন উচ্ছিষ্ট না থাকায় এবং এটি শতভাগ স্থানীয় কাচাঁমালে তৈরী বাংলাদেশের একটি প্রিমিয়াম পণ্য হতে পারে। তাই সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা পেলে আগর-আতর হতে পারে তৈরী পোষাক শিল্পের মত আরেকটি নির্ভরযোগ্য রপ্তানিমূখী শিল্প। যার মাধ্যমে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণের পাশাপাশি বিপুল জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন নানামূখী পলিসি এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম যেমনঃ হাইব্রিড আগর গাছ উৎপাদনের জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আগর-আতর কে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে ঘোষণা করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আর্কষণ করা, আগর-আতর আমদানী কারক দেশ গুলোর সাথে উক্ত পণ্য গুলোকে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / সংস্থার দৃষ্টি আর্কষণ করা ইত্যাদি।

আগর আতর শিল্প ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের মাঝে এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রম গ্রহণ করা, আতরের মাণ যাচাই করার জন্য একটি টেষ্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা, আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি ও ই-মার্কেটিং, ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

সর্বোপরি সুজানগরের আগর - আতর ক্লাষ্টার হতে পারে এসএমই ফাউন্ডেশনের সমন্বিত উদ্যোগে উন্নয়নকৃত প্রথম ক্লাষ্টার। যা ১০০% রপ্তানীমূখী বাংলাদেশের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রথম মডেল ক্লাষ্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ফাউন্ডেশনের অবদান পৌছে দিবে আগামী প্রজন্মের কাছে, দেশে এবং বিদেশে।